SUBJECT: HUMAN DEVELOPMENT (HONOURS)

SEMESTER: 3RD

COURSE CODE: HMDACOR05T

ASSIGNED TOPIC:

TOPIC- 3.

Personality—Definition, influencing factors, role of social norms in personality development, tests of personality, Eysenck's Theory, Five-Factor Theory.

ASSIGNED TO:

DR. MAYURAKSHEE GANGOPADHYAY
Assistant Professor
Department of Human Development
Dum Dum Motijheel College

HMDACOROST [TOPIC-3]

1. ব্যক্তিত্ব কি?
বা ব্যক্তিত্ব বিষয়ে টীকা লেখ.

→ 'ব্যক্তিত্ব' ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্বের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়াও তাই ~~[illegible]~~ সম্ভব হয় না, তবে মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ধারণা ও তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।

আমরা খুব সহজে বলে থাকি 'ওর ব্যক্তিত্ব আছে' বা 'ওর ব্যক্তিত্ব নেই', আসলে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিবিশেষে সবার আছে, তবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব একে অপরের থেকে আলাদা, এই ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা ব্যক্তিগত বৈষম্য তৈরি করে, আর ব্যক্তিগত বৈষম্যের তারতম্য থেকেই প্রত্যেক মানুষকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হই।

দার্শনিক লক্ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চিন্তন, বিচারকরণ ও যুক্তি দ্বারা নিজের অহংসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, সেই ব্যক্তিসত্তার অধিকারী,' এই দার্শনিক মতবাদগুলি ব্যক্তিত্বের ধারণাকে খুব একটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করে না, ব্যক্তির নিজস্ব গুণাগুণ বা ক্ষমতাকেই ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করে, তাই মনোবিদরা ব্যক্তিসত্তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে উদ্যত হন, তবে তার আগে ব্যক্তিসত্তার কিছু সামাজিক কার্যকারিতামূলক সংজ্ঞাও প্রচলিত ছিল, অনেকেই মানুষের আচরণকে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে।

আবার বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যেমন, মনোবিদ মর্টন প্রিন্স (Morton Prince) বলেছেন, 'ব্যক্তিসত্তা হলো ব্যক্তির আকৃতি এবং সহজাত সকল রকম জৈবিক প্রবণতা এবং আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি।' আবার মনোবিদ শোয়েন (Schoen) বলেছেন, 'ব্যক্তিসত্তা

হল ব্যক্তির সেই সব অভ্যাস, প্রবণতা এবং মানসিকতার সমন্বয় যা তাকে তার শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে রাখে।'

কিন্তু ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মনোবিদ অলপোর্ট (Allport)। পূর্বে উল্লিখিত সব সংজ্ঞাগুলিই ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে না, তাঁরা ব্যক্তিত্বের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করেছেন, ওই সংজ্ঞাগুলি কখনোই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ চেহারা তুলে ধরতে সক্ষম নয়, মনোবিদ অলপোর্ট (Allport) ব্যক্তিত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেছেন এবং ব্যক্তিত্বের এমন একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যা এখনও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

2 marks

অলপোর্ট তাঁর বিখ্যাত বই 'Personality : A Psychological Interpretation'-এ বলেছেন →

"Personality is the dynamic organisation within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment."

অর্থাৎ, "ব্যক্তিত্ব হল সেই মনোদৈহিক সংগঠন কাঠামো যা পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির অনন্য অভিযোজনকে নির্ধারিত করে।"

এই সংজ্ঞাটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সব উপাদানকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে এবং সেই কারণেই এটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হিসাবে স্বীকৃত।

2 marks

ব্যক্তিত্বের ইংরাজি প্রতিশব্দ 'Personality' শব্দটিকে ভাঙলে আমরা 'Persona' শব্দটি পাই যা একটি ল্যাটিন শব্দ ও যার অর্থ হল মুখোশ, অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চিহ্নিত হই তা ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়, এইকারণেই ব্যক্তিত্বের →

সঠিক ধারণা প্রদান করা তত্ত্বটি জটিল, আর এই মানসিক অবস্থাটির সংজ্ঞাটি তার সরলীকৃত সম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের জন্য ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

HMDACOR05T - TOPIC - 3 [Personality]

Q ② ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। 2+3 = 5

→ ব্যক্তিত্বের ইংরাজি প্রতিশব্দ 'Personality' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বা উৎস হল ল্যাটিন শব্দ 'Persona' পার্সোনা কথাটির অর্থ হল মুখোশ, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতিতে যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তা-ই হল তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা, তবে মনোবিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় অথচ গুরুত্বপূর্ণ মানবজীবনের সঙ্গে একাকার বিষয়টির সঠিক সংজ্ঞা প্রদর্শন করার তাগিদে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে মনোবিদ অলপোর্টের সংজ্ঞাটি সর্বজনস্বীকৃত, তিনি বলেছেন,

"Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment."

– অর্থাৎ 'ব্যক্তিত্ব হল সেই মনোদৈহিক কাঠামো যা পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির অনন্য অভিযোজনকে নিশ্চিত করে।"

বৈশিষ্ট্য: মনোবিদ অলপোর্ট প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

① চিরগতিশীল সংগঠিত একক (Dynamic organization) →

ব্যক্তিসত্তা কোনো একক বৈশিষ্ট্য নয়, কোনো ব্যক্তিকে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিচার করা যায় না, মানুষ যত পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তেই তার বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তি সবেতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে, এই পরিবর্তনগুলি কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের হয় না, বরং সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে; তাই ব্যক্তিত্ব গতিশীল, কোনো নির্দিষ্ট সীমা তার নেই, আর যেহেতু একাধিক বৈশিষ্ট্য মিলে কোনো ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় তাই তাই ব্যক্তিত্বকে চিরগতিশীল সংগঠিত একক বলা যায়, অর্থ।

জীবন ব্যাপী এই সংগঠন ও সমন্বয় চলতে থাকে, ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি নয় বরং এক প্রকার সংমিশ্রণ।

② **মনোবৈজ্ঞানিক কাঠামো** : ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আসলে তার মানসিকতার বা চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ, তার সাথে দেশে বিভিন্ন সামাজিক উপাদান, সেই অনুযায়ী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কাঠামো ও নিয়মনীতি দেখে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্নভাবে করতে থাকে, অর্থাৎ শারীরিক বহিঃপ্রকাশের পশ্চাতে থাকে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অভ্যাস, মনোভাব, প্রত্যক্ষণ, আগ্রহ, প্রেষণা, আবেগ এই বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সবসময় তাদের ভূমিকা পালন করে চলেছে, মনোবৈজ্ঞানিক কথাটি এই অর্থেই ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় যে, ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোই ব্যক্তির আচরণের অন্যতম কারণ, এই যে মনের সাথে শারীরিক কাঠামোর সংযোগ তাই আসলে ব্যক্তিসত্ত্বা, যে কোনো মানুষ এই মনোবৈজ্ঞানিক কাঠামোতেই নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং এছাড়া অন্য কোনো উপায় মানুষ নিজের পরিচয় বা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেও না।

③ **অভিনব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য** : প্রত্যেক ব্যক্তির অভিনব কিছু চারিত্রিক গুনাগুন থাকে, এই গুনাগুনগুলি তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে সব মানুষ সমান ভাবে তাদের আচরণ যেমন করে না, তেমনই তাদের এই আচরণের বৈষম্যের কারণ তাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য যা প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে অভিনব, মানুষ ক্রমাগত নতুন পরিবেশে অভিযোজন করতে করতে সারা জীবন ধরে অগ্রসর হতে থাকে, এই অভিযোজন করার দক্ষতা কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয়, ব্যক্তিগত বৈষম্য এভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে ও পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র ও অভিনব ব্যক্তিত্বের মানুষ আমরা দেখতে পাই।

উপরিউক্ত সাধারণ তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংগঠিত।

* 10 Marks এর জন্য Question 1 -র উত্তর লিখে এই উত্তরের বৈশিষ্ট্য অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত লিখবে।

HMDACOROST - TOPIC - 3 (PERSONALITY)

প্র③ ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাববিস্তারকারী শর্ত বা প্রভাবকগুলি আলোচনা করো। [10]

⇒ ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝায় কোনো মানুষের বাহ্যিক আচরণকে যা সমাজে তার পরিচয় বহন করে চলেছে। ব্যক্তিত্ব কথাটির ইংরাজি Personality যার ব্যুৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Persona' অর্থাৎ মুখোশ, অর্থাৎ ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে হতে যে এককে পরিণত হয় যা সমাজে যেভাবে অবস্থান করে তা-ই হলো তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা।

ব্যক্তিত্বে প্রভাববিস্তারকারী শর্তগুলি নিম্নরূপ :

(i) বংশগতি : জিন ও ক্রোমোজোম মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে প্রভাবিত করে। ক্রোমোজোমের সংখ্যায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে ব্যক্তির লিঙ্গগত ও আচরণগত বিভিন্ন ত্রুটি দেখা যেতে পারে যেমন কোনো কোনো মানুষ জন্ম থেকেই ভীত প্রকৃতির হয় ও কমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়। এরকম নানারকম সমস্যা জন্ম থেকে কেউ প্রদর্শন করলে জিনগত ত্রুটি একটি কারণ হিসাবে দেখা গেছে।

(ii) হরমোন : ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাববিস্তারকারী অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো হরমোন, যেমন থাইরক্সিন হরমোন যদি ঠিকঠাক পরিমাণে থাকে তাহলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতাও ঠিকঠাক থাকে, কিন্তু থাইরক্সিন কম থাকলে মানুষ দুর্বল ও অলস প্রকৃতির হয়ে পড়ে, আবার বিভিন্ন যৌনতামূলক আচরণের জন্যও হরমোনের সমস্যা থাকে।

(iii) পরিবার : পরিবার হল সমাজের মূল কেন্দ্র, পারিবারিক পরিবেশে ব্যক্তি মূল্যবোধ শেখে অর্থাৎ কোন সময় কীভাবে আচরণ করতে হয়, কথা বলতে হয় ইত্যাদি পরিবার থেকেই মানুষ শেখে, প্রথম ব্যক্তিত্বের বিকাশ এই গৃহের মধ্যেই শুরু হয়।

(iv) বিদ্যালয়: পরিবারের পরেই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে শৈশবকাল থেকে প্রভাব বিস্তার করে সেটি হল বিদ্যালয়, এখানে শিশুরা পরিবারের থেকেও বেশি সময় কাটায়, বিদ্যালয় থেকেই সে বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, ইতিবাচক আচরণ শেখে এবং এগুলি ব্যক্তিত্বের অন্যতম বড়লক্ষণ তৈরি করে।

(v) বন্ধুগোষ্ঠী: শৈশবকাল থেকে সমবয়সী বন্ধুদের ওপর শিশুর বিশেষ আকর্ষণ থাকে কারণ তার কৈশোরকালের মনোভাবের সঙ্গে সমবয়সীদের মনোভাবগুলি মেলে, যদি বন্ধুগোষ্ঠীর নির্বাচন ভুল হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যেমন কৈশোরকালে বন্ধুগোষ্ঠী যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে, এগুলোই চুরি করা, মিথ্যা বলা, মারামারি করার মতো অনৈতিক কাজ-কিশোর কিশোরীদের আকৃষ্ট করতে থাকে, তাতেই ব্যক্তিত্বের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাবক হল বন্ধুগোষ্ঠী।

(vi) গণমাধ্যম: প্রত্যেক মানুষের বিকাশে সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রত্যেকটি গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, শিশুরা গণমাধ্যম কর্তৃক সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়, ছোটোবেলায় দেখা কার্টুন থেকে শিশুরা অনুকরণ করতে শেখে, তখন বিভিন্ন হিংসাত্মক চরিত্র তাদের খুব বেশি করে আকৃষ্ট করে ও তারা বিপদজনক আচরণের মাধ্যমে নিজেরও ক্ষতি করে ফেলে, আবার কৈশোরকালেও সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মতো চরিত্রগুলি অনুকরণ করতে গিয়ে কিশোর-কিশোরীরা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

(vii) সংস্কৃতি: সংস্কৃতি একটি বৃহৎ কারণ, এটি বলতে পরিবার, বিদ্যালয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে যে বৃহত্তর সমাজ রয়েছে তার কথা বলা হয়, গ্রাম, শহর ভেদে সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, আবার ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিও রয়েছে, প্রত্যেক সংস্কৃতির নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে, ব্যক্তি যেই সংস্কৃতিতে মিশে থাকে সবসময়ই, কারণ মানুষই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে সর্বদা প্রভাব বিস্তার করে চলেছে,

(viii) জৈবিক উপাদান : ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল, দেহগতভাবে ব্যক্তি সুঠাম ও সবল হলে তার আচরণে সেই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবে, যেমন, সে তরতাজা থাকবে, কাজে উদ্যম থাকবে ইত্যাদি, আবার শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তির মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যদের তুলনায় কম হওয়ায় তার কাজে মনোযোগ, উদ্যম কম থাকবে, হীনমন্যতায় ভুগবে, সামাজিকভাবে কম মেলামেশা করবে বা সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন পড়তে পারে, এই ভাবে শারীরিক স্বাস্থ্য মানুষের ব্যক্তিসত্তার বাহি: প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে।

(ix) মানসিক স্বাস্থ্য : মানসিক স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির মনের অবস্থাকে বোঝায়। যদি কোনো ব্যক্তি একটি ভালো পরিবেশে শৈশব থেকে বড়ো হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ইতিবাচক হয়, অপর দিকে যে ব্যক্তি মানসিকভাবে কোনো কারণে অসুস্থ তার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো পরিবেশে পেলে সুস্থ হতে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যক্তির বাহ্যিক বাহি:প্রকাশ তথা ব্যক্তিসত্তার সংগঠন নির্ভর করে,

(x) অর্থনৈতিক প্রভাব : আর্থিক অবস্থা একটি ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের অভিব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে সবলদের তুলনায় আলাদা হয়, তারা সংকোচে থাকে ও অন্তর্মুখী আচরণ প্রদর্শন করে, একজন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মানুষ যেভাবে তার পারিপার্শ্বিকে মেলামেশা করে যেভাবে আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি পারে না, এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় যে পার্থক্য তৈরি হয় তার দ্বারা ব্যক্তিসত্তার লক্ষণও পরিবর্তিত ও পৃথক হতে থাকে,

উপরিউক্ত সমস্ত প্রভাবকগুলি বা শর্তগুলি একত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

HMDACOROST - TOPIC→3 [PERSONALITY]

Q(4) ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সামাজিক আদর্শের ভূমিকা লেখ। [10]
(Role of Social Norms in Personality Development)

→ সামাজিক আদর্শ বলতে সেই সকল বিষয়কে বোঝায় যা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত, সামাজিক মূল্যবোধ, আচরণ, মনোভাব, বিশ্বাস ইত্যাদি সবই সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত; প্রত্যেক সমাজের কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ রয়েছে, এই কারণে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আদর্শ লক্ষ্য করা যায়, আবার একই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আদর্শগত পার্থক্য দেখা যায়, যেমন, ভারতীয় সমাজে প্রাচীন সংস্কৃতি, রীতি নীতি, বিশ্বাস ইত্যাদির গুরুত্ব অনেক বেশী, এই ঐতিহ্যবাহী ব্যবহারকে অমান্য করা বা সমর্থন না করাকে অনেক ক্ষেত্রেই অসামাজিকতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন তার সমাজ বিষয়ে কোনো ধারণা থাকে না এবং সামাজিক আদর্শ বিষয়েও তার কোনো ধারণা থাকা সম্ভব নয়, তাই শিশু যা আচরণ করে সেগুলির বেশীরভাগই শারীরবৃত্তীয়, কোনো রকম মনস্তাত্ত্বিক বিষয় তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে থাকে, এভাবেই শুরু হয় সামাজিকীকরণ, সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায়, কোনো শিশুর আচরণগুলির সমাজ স্বীকৃত ভাবে বিকাশ ও পরিবর্তন, ব্যক্তিসত্তার বিকাশে তাই সামাজিকীকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নে এই ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হল →

(i) পরিবার :→ জন্মের পর যে কোনো শিশুর প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার, পরিবারের মধ্যেই শিশু পারিবারিক সব নিয়ম শেখে, তাই বলা হয় শিশুর প্রথম শিক্ষক তার মা, তারপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও শিশুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন, এই পরিবার থেকেই শিশু অনেক সামাজিক ও মানসিক গুনাবলী শিক্ষা করে যা সারাজীবন ধরে তার ব্যক্তিত্বের গঠনে প্রভাব ফেলে থাকে, মূল্যবোধ ,

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, মানবিকতা ইত্যাদি বহু কিছু শিশু তার পরিবার থেকেই প্রাথমিকভাবে শেখে, যেমন, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, খারাপ কথা না বলা, মিথ্যা না বলা, সকলকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি।

(ii) বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষিকা :→ গৃহের বাইরে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান শিশুদের সব থেকে বেশি প্রভাবিত করে তা হল বিদ্যালয় ও শিক্ষকশিক্ষিকা, বিদ্যালয় থেকে যে যে সামাজিক আদর্শ শিশু অর্জন করে সেগুলি হল - নিয়মানুবর্তিতা, বাধ্যতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি, এগুলি কেবলমাত্র বিদ্যালয় থেকে শিখে বিদ্যালয়তেই শেষ হয়ে যায় না বরং ব্যক্তিগত জীবনেও এই শিক্ষাগুলি তারা প্রয়োগ করে, এই কারণেই শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিশুদের সঙ্গে এমন আচরণ করতে হয় যাতে শিশুরা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আন্তরিকতা এইসব গুণাগুণ শিখতে পারে, যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা অসহিষ্ণু হন বা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত শাস্তি দেন তাহলে শিশুদের মধ্যে ভয়, রাগ, ভেদ জাতীয় অত্যন্ত নেতিবাচক আবেগ তৈরি হবে ও তার বহিঃপ্রকাশে শিশুরা আগ্রাসী মানসিকতার হয়ে উঠতেও পারে, বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে এমন বিষয় রাখতে হবে যা শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করবে, যেমন, হিতোপদেশের গল্প, রামায়ণ, মহাভারত জাতীয় ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পাঠ, নীতিকথা ইত্যাদি।

(iii) সম্প্রদায়গত সামাজিক আদর্শ :→ সম্প্রদায়গত সামাজিক আদর্শ বলতে বোঝায়, শিশু বা ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য ও তার সাংস্কৃতিগত উপাদানকে, সম্প্রদায় ধর্মীয় হতে পারে বা জাতিগত হতে পারে, যে কোনোরই সম্প্রদায় হোক না কেন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগত কারণেই প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেকের থেকে আলাদা, ঠিক সেইভাবেই একটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে মানুষের মধ্যে সেই সম্প্রদায়ের বা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি সংযুক্ত হতে থাকে ও তা তার ব্যক্তিত্বে প্রবেশ পায়, অর্থাৎ মানুষ সংস্কৃতিগত উপাদানের সঙ্গে যেভাবে মেশে সেভাবে তার ব্যক্তিত্বের সংগঠনে পরিবর্তন আসতে পারে।

(iv) পরিবেশ দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক আদর্শ: পরিবেশের সকল উপাদান ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আদর্শ তৈরি করতে সক্ষম ও এই পারিবেশিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পারে। পরিবার, বিদ্যালয়, শৈশব ও কৈশোরে সার্বিক সামাজিক আদর্শ তৈরি করতে পারে। পরবর্তী পরিবেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি মেলামেশা করে ও সেখান থেকে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শেখে। এই প্রক্রিয়াটি ধরে হতে অনেক সামাজিক আদর্শ ব্যক্তির মধ্যে তৈরি হয়, যেমন- সময় জ্ঞান, সামাজিক আচরণ; আবেগের বহিঃপ্রকাশ - ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আদর্শ সৃষ্টি করে ও অনুশীলন চর্চার মাধ্যমে সামাজিক আদর্শগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

HMDACOR05T - TOPIC - 3 - PERSONALITY

Q.7. ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।

→ বহুকাল ধরেই ব্যক্তিত্বের পরিমাপক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে মনোবিদ গবেষণা হয়ে আসছে। প্রথমদিকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণনির্ভর বিশ্লেষণ করা হতো, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করার চেষ্টা শুরু হয়, যেখানে ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করার মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক গঠন এবং মানসিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যায়।

মনোবিদ অলপোর্ট মোট ১৪ রকমের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন, যথা -

1. সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলন
2. দৈহিক বিবরণ
3. সামাজিক বিবরণ
4. ব্যক্তিগত বিবরণ
5. প্রকাশমান আচরণ অনুশীলন
6. রেটিং স্কেল
7. আদর্শায়িত অভীক্ষা
8. রাশিবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ
9. নকল জীবন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ
10. পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ
11. সম্ভাবনামূলক সিদ্ধান্ত
12. গভীরতা বিশ্লেষণ
13. আদর্শ টাইপের অনুশীলন
14. সংশ্লেষক পদ্ধতি

তবে বর্তমানে মূলত: তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। —

(i.) প্রশ্নমালা
(ii) রেটিং স্কেল
(iii) প্রক্ষেপনমূলক অভীক্ষা

এছাড়া চেকলিস্ট, সাক্ষাৎকার, পরিস্থিতিভিত্তিক অভীক্ষা দ্বারাও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া সর্বাধিক প্রচলিত অভীক্ষা হল মনোসমীক্ষণ।

১) প্রশ্নমালা পদ্ধতি : প্রশ্নমালা পদ্ধতিটি সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি,
Questionnaire এটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল এবং অল্প সময়ে প্রয়োগ করা যায়, প্রশ্নমালা লিখিত পদ্ধতি; ব্যক্তিকে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপক প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, ব্যক্তি সেই প্রশ্নগুলো দেখে ও তার যে উত্তরটি ঠিক মনে হয় তাতে সমর্থন জানায়, অর্থাৎ প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরের নির্বাচন দেওয়া থাকে। সাধারণত: কোনো পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কী অনুভব করে বা কোনো পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারে সেরকম সম্পর্ক বাক্য থাকে প্রশ্নমালায়, প্রশ্নমালায় যেহেতু উত্তর নির্বাচনমূলক তাই প্রশ্নগুলি সাধারণত বাক্য হিসাবেই লেখা থাকে, বাক্যগুলি ব্যক্তির মতামত নির্দেশক হয়, তার উত্তর হিসাবে 'হ্যাঁ, না, জানিনা' অথবা 'ঠিক, ভুল, অনির্ধারিত' - এই জাতীয় নানারকম পছন্দ দেওয়া থাকে। ব্যক্তি উত্তর নির্বাচন করে তার মতামত ব্যক্ত করে, তারপর সেই উত্তরগুলির শ্রেণীবিন্যাস বা মান নির্ণয় করে একটি যোগফল পাওয়া যায়, সেই প্রাপ্ত মানটি প্রশ্নমালার সম্পাদন বা নিয়ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে সেই প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার ধরন চিহ্নিত করা যায়।

যেমন - আইসেনকের ব্যক্তিত্বের অভীক্ষায় যে প্রশ্নগুলি আছে তা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার যে সংগঠনগুলি পরিমাপ করে তা হলো বহির্মুখীতা - অন্তর্মুখীতা, স্নায়ুবিকলতা ও মনোবিকলতা অর্থাৎ ব্যক্তির প্রাপ্ত মান অনুযায়ী কী ব্যক্তিত্বে কোন সংগঠনটি প্রবল তা বুঝতে পারা যায়।

আইসেনকের প্রশ্নমালাটির একটি নমুনা হল — হ্যাঁ না

1. তুমি কি প্রায়শই উত্তেজনা অনুভব কর? →
2. তোমার কি মাঝেমাঝেই সবসময়ের বন্ধু লাগে যারা তোমাকে আনন্দে রাখে? →
3. তুমি কি স্বভাবতই উদাসীন? →

— এই রকম ৯০ টি প্রশ্নের হ্যাঁ ও না সূচক উত্তর দেওয়ার পর অভীক্ষক

প্রতিটি উত্তরের নির্ধারিত মানের হিসেব করেন ও ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত সংলক্ষণটি চিহ্নিত করতে পারেন।

ii) রেটিং স্কেল (Rating Scale): রেটিং স্কেলে ব্যক্তির মধ্যে কোনো সংলক্ষণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করা হয়, একটি স্কেলে যত মান ব্যক্তি থাকেন সেই অনুযায়ী তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণটি কীভাবে উপস্থিত তা বিচার করা যায়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে অপর ব্যক্তির মতামতে রেটিং স্কেলে প্রকাশ পায়, এই স্কেল গুলি পাঁচ মাত্রা, সাত মাত্রা বা দশ মাত্রার হয়, মনোবিদ লাইকার্টের রেটিং স্কেল নির্ণায়ক পদ্ধতি বেশিরভাগ রেটিং স্কেলে ব্যবহার করা হয়।

যেমন - যদি কোনো শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মানঅভিনির্ণয় করতে হয় তখন শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে রেটিং স্কেলে সাজাতে পারেন, যেমন →

i) স্টুডেন্ট 1 →

1	2	3	4	5
সবাইকে এড়িয়ে চলে	অন্যদের সঙ্গ করে	সকলকে পছন্দ করে	সকলকে খুবই পছন্দ করে	অন্যদের ছেড়ে না থাকতে পারে

এবার শিক্ষক প্রথম স্টুডেন্টের জন্য 3 নির্বাচন করতে পারেন, পরবর্তীর জন্য 1 নির্বাচন করতে পারেন আবার তারও 3-ই মান হতে পারে, অর্থাৎ শিক্ষক যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন সেভাবেই তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি নির্বাচন করবেন।

তবে রেটিং স্কেল প্রয়োগ করা খুবই সমস্যার, কারণ এখানে ব্যক্তি নিজে অপেক্ষা অপর ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ বেশি গুরুত্ব পায়, অন্যের মতামতের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিচার করা হয় যদি পর্যবেক্ষক-এর ব্যক্তির পর্যবেক্ষণে কোনো ভুল থাকে তাহলে সম্পূর্ণ রেটিং ভুল হতে

পারে, কাজেই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে এই প্রকার পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা উচিত হয়।

iii) প্রক্ষেপণনির্ভর বা Projective test : এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনো সরাসরি প্রশ্ন করা হয় না, তাকে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে বলাও হয় না, বরং একটি ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্তির মনকে বোঝার চেষ্টা করা হয়, এটি সর্বাধিক প্রয়োগকৃত ব্যক্তিত্বের পরিমাপ, বিদেশে বহুল পরিমাণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা সহজ নয়, যিনি পরিমাপ করছেন তাঁকে দক্ষ হতে হয় এবং ধৈর্যের সাথে ব্যক্তির ওপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়।

এই পদ্ধতিতে কোনো ছবি দেখে গল্প বলে বা কোনো কালির ছাপ দেখে তার কী মনে হচ্ছে তা বলে ব্যক্তির মনের ভাব জেনে নেওয়া হয়, অর্থাৎ পদ্ধতিগত দিক থেকে ব্যক্তি প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে তার মনের ভাবনাগুলি, আবেগগুলি অথবা ইচ্ছে বা প্রতিক্রিয়াগুলি অন্য বস্তুর সাহায্যে প্রকাশ করে, তাই এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির মনের অন্তর্নিহিত বাসনা, কামনা, আচরণ, ইচ্ছে সবকিছু প্রকাশ পায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম যে [illegible]গুলি আছে তা ব্যক্তি অজান্তেই এই পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ফেলে, এই পদ্ধতিটি তাই মনোবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকেও চিহ্নিত করতে পারেন।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এই পদ্ধতিতে ধরা পড়ে তা হল ব্যক্তির অবচেতন মন, অবচেতনের বিভিন্ন বাসনা, কামনা ব্যক্তির অজান্তে তার বক্তব্যে উঠে আসতে পারে এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ মাধ্যমে।

কয়েকটি বিখ্যাত প্রক্ষেপণনির্ভর পদ্ধতি হল— ⓐ Thematic Appenception Test, ⓑ Rorsehach Ink Blot Test

(c) Sentence Completion Test, (d) Word Association Method,
(e) Picture Association Method, ইত্যাদি।

(a) Thematic Apperception Test (থেমাটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট)

TAT মারে (Murray) ও মরগ্যান (Morgan) 1935 সালে তৈরি করেন। ২০ টি ছবির সিরিজ নিয়ে এটি গঠিত, ছবিগুলি দেখে ব্যক্তিকে গল্প বলতে বলা হয়। এই ছবিগুলি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ভাবে সাজানো থাকে। প্রত্যেক ছবি দেখে ব্যক্তিকে গল্পের মধ্যে করে বলতে বলা হয়, ছবিতে দেখা মানুষগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি। গল্পগুলি বাস্তবের মূল বিষয় কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ করা হয়, যেমন - হিরো, যৌনতা, কাজ, পরিবার ও পারিবারিক সংঘাত, সামাজিক প্রতিপত্তি বা অবস্থা ইত্যাদি। TAT ব্যক্তিত্বের কাজ বা functions of Personality নিয়ে বিশ্লেষণ করে। শিশুদের জন্য TAT-র অন্য একটি সংস্করণ তৈরি হয়, তাকে CAT বা Children Apperception Test বলে।

(b) Rorschach Ink Blot Test (রর্শাক ইনক ব্লট টেস্ট): মনোবিজ্ঞানী Hermann Rorschach (হারম্যান রর্শাক) 1921 সালে রর্শাক ইনক ব্লট টেস্টটি তৈরি করেন। এতে ১০ টি কার্ড থাকে, পাঁচটি সাদা-কালো, দুটিতে লালের আভা থাকে ও অপর তিনটি অন্য রঙের হয়। একটি একটি কার্ড ব্যক্তিকে দেখিয়ে তার যা মনে হয় তা বলতে বলা হয়। এই টেস্টটি প্রয়োগ করে ব্যক্তির অবচেতন মনের অনেককিছু বুঝতে পারা যায়, তবে এই টেস্টটি প্রয়োগ করতে অনেক সময় লাগে ও বিশ্লেষণও বিভিন্ন ধরনের জটিলতাকে নির্দেশ করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠন বোঝার জন্য এই টেস্টটি প্রয়োগ করা হয়।

এই দুটি মূল অভীক্ষা ছাড়াও বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, শব্দসংযুক্ত অভীক্ষা, ছবিসংযুক্ত অভীক্ষাও প্রয়োগ করে প্রক্ষেপণ নির্ভর ব্যক্তিত্বের যাচাই কর

পরিমাপ করা হয়।

iv) চেকলিস্ট (Check List): এই পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা কম সময় সাপেক্ষ, কারণ এখানে কোনো প্রশ্নমালা থাকে না, বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করে তালিকা দেওয়া হয়। ব্যক্তিকে তার জন্য প্রযোজ্য বিবৃতিটি করতে হয়। যেমন- কারুর উদ্বেগ নির্ণয়ক কোনো চেকলিস্ট প্রয়োগ করতে হলে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির তালিকা বানিয়ে তাকে দেওয়া হয়, সে তার মতে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী বস্তু বা পরিস্থিতিগুলি চিহ্নিত করে। চেকলিস্টের দ্বারা নির্ণয় করে ব্যক্তির মনোভাব বা প্রক্ষোভভিত্তিক আচরণের বর্ণনা করা সম্ভব। উদাহরণ: The Adjective Checklist (ACL) [দ্য অ্যাডজেক্টিভ চেকলিস্ট]।

(v) সাক্ষাৎকার (Interview): সাধারণত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয় না, কারণ এটির কোনো পরিসংখ্যান সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তার উত্তর লিপিবদ্ধ করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে কখনোই বিশ্লেষণ করা যায় না, তবে ব্যক্তিত্ব কোনো কাজে সাধারণ বর্ণনা লাভের জন্য সাহায্য করে নেওয়া হয়। তবে সাক্ষাৎকার লব্ধ বিশ্লেষণকে কোনো মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা দ্বারা যাচাই ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে, একমাত্র তবেই সাক্ষাৎকার পদ্ধতির গুরুত্ব থাকবে।

(vi) পরিস্থিতিভিত্তিক অভীক্ষা বা সামাজিক অভীক্ষা: যার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে তাকে বাস্তব পরিস্থিতিতে উপস্থিত করা হয় সেখানে তাকে তার স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে, তার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গী সবকিছু লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়। মোরেনো সোশিওমেট্রি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের কথা প্রথম বলেন। সাধারণত: দলগত ঐক্য; বন্ধুত্ব, বৈষম্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইত্যাদি এই সোশিওমেট্রি থেকে

বোঝা যায়, আর সাইকোগ্রাম থেকে ব্যক্তির মনের ভাব, আবেগ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে তার অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

(viii) মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis): মনঃসমীক্ষণের জনক সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। ব্যক্তির নির্দিষ্ট দুটি অভীক্ষা সর্বাধিকভাবে মনঃসমীক্ষণে ব্যবহৃত হয়, এই দুটি পদ্ধতি হল —
a. Free Association Test (মুক্ত-অনুষঙ্গ পদ্ধতি)
b. Dream Analysis Method (স্বপ্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতি)

উভয় পদ্ধতিতেই ব্যক্তির অবচেতন মনকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এই পদ্ধতির সমস্যা হল যদি অভীক্ষক অনভিজ্ঞ হন বা দক্ষ না হন তাহলে বিশ্লেষণে ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, তাই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি খুব কম জায়গায় ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

---

* প্রশ্নমালা, রেটিং স্কেল, প্রক্ষেপণ টেস্ট 5 Marks-এ যদি আসে তাহলে পয়েন্টে যা আছে তা লিখতে হবে।

ভাগের কথা বলেছেন। সাধারণ লক্ষণগুলি সকল ব্যক্তির মধ্যেই স্বাভাবিক নিয়মে বর্তমান থাকে, যথা-সততা, রাগ, সহযোগিতা ইত্যাদি। অনন্য লক্ষণগুলি ব্যক্তি বিশেষকে পৃথক করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে মেজাজগত সংলক্ষণ বা প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা এই পৃথকীকরণ করা সম্ভব। বাহ্যিক লক্ষণগুলির মধ্যে পড়ে কৌতূহল, নির্ভরশীলতা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি যা ব্যক্তি তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। যে সমস্ত লক্ষণগুলি ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল উৎসমূলক লক্ষণ ; যেমন—কর্তৃত্ব, বশ্যতা ইত্যাদি। ক্যাটেল ষোলোটি লক্ষণ বা ধরণের কথাও বলেছেন যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য তৈরী করে। সেগুলি হল—সংযমী বনাম বহির্মুখী, কম বুদ্ধিমত্তা বনাম বেশি বুদ্ধিমত্তা, প্রক্ষোভিকভাবে নমনীয় বনাম প্রক্ষোভিকভাবে দৃঢ়, বশ্যতা বনাম কর্তৃত্ব, গম্ভীর বনাম

প্রঃ ৫। ব্যক্তিত্ব বিষয়ক আইস্যানকের তত্ত্বটি লেখ

Eysenck's Theory [আইস্যান্‌কের তত্ত্ব]

H.J. Eysenck-এর ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানে বিশেষভাবে আদৃত। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কেমনভাবে নির্দিষ্ট ধরণ তৈরি করে তা নিয়ে তিনি তাঁর তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের আচরণের চারটি ধাপ রয়েছে সেগুলি অতিক্রম করলেই কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধরণের অন্তর্গত হয়ে যায়।

প্রথমত, সব থেকে নিচের পর্যায়ে থাকে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সমূহ। যেমন লজ্জা পাওয়া এক প্রকার বিশেষ প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় স্তরে থাকে অভ্যাসগত আচরণসমূহ যা ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একইভাবে প্রদর্শন করে থাকে। যেমন—জনসভায় বক্তৃতা দিতে না পারা।

তৃতীয় স্তরে থাকে অভ্যাসগত আচরণের সংকলন বা লক্ষণ। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে না পারে, জনসভায় বক্তৃতা দিতে না পারে, সাক্ষাৎকারে সঠিক ভাবে অংশগ্রহণ না করতে পারে তাহলে তার ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণকে একত্রে দ্বিধান্বিত বা মুখচোরা বলা যেতে পারে।

চতুর্থস্তরে এই সংলক্ষণগুলি মিলিতভাবে সাধারণ ধরণ তৈরী করে। যেমন—লজ্জাবোধ, গুটিয়ে থাকা, মেলামেশা না করা ইত্যাদি একত্রে মিলিতভাবে ব্যক্তিত্বের যে ধরণটির জন্ম দেয় তা হল অন্তর্মুখীতা।

কাজেই আইস্যান্‌ক্ তাঁর তত্ত্বে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে মানুষের ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে গঠিত হয়। এইভাবে তিনি তিনধরনের ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতা (Introversion-Extroversion)
২. স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততা (Neuroticism)
৩. মনোবৈকল্যগ্রস্ততা (Psychoticism)

এই তিনটি ব্যক্তিত্বের ধরণ অন্তর্মুখী, বহির্মুখী, স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত ও মনোবৈকল্যগ্রস্ত এই চারধরণের মানুষকে নির্দেশ করে। তবে এই যে ধরণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তার মাত্রাগত তারতম্য হতে পারে। অর্থাৎ কেউ বেশিমাত্রায় অন্তর্মুখী আবার কেউ কম হতে পারে। কেউ বা অন্তর্মুখী ও বহির্মুখীর মাঝামাঝি কোন মাত্রা নির্দেশ করতে পারে। আবার কারুর মনোবৈকল্য অতিরিক্ত মাত্রায় থাকতে পারে। এইভাবে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বে মাত্রাগত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত ব্যক্তিরা বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী তারা সামাজিক, হাসিখুশি, আশাবাদী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। আবার যারা অন্তর্মুখী তারা শান্ত, অন্তর্দর্শনকামী, নিয়মানুবর্তী, সংযমী ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততার সঙ্গে প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণের একটি সম্পর্ক আছে। যাদের প্রাক্ষোভিক বা আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ কম তারা স্পর্শকাতর, মেজাজী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উত্তেজিত ইত্যাদি সংলক্ষণ প্রদর্শন করে যা তাদের মধ্যে স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততার পরিচায়ক। আবার যাদের মধ্যে আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ বেশি বা ভালো তাদের স্নায়ুবৈকল্য থাকে না বা থাকলেও তার মাত্রা নগণ্য। তারা সাধারণতঃ দৃঢ়, শান্ত, চিন্তামুক্ত, নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাগুণের অধিকারী হয়। মনোবৈকল্য এমন এক ব্যক্তিত্বের ধরণ যার সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। সাধারণতঃ যাদের মধ্যে মনোবৈকল্যের মাত্রা বেশি তারা নিঃসঙ্গ, সংবেদনহীন, আবেগপ্রবণ, আবেগতাড়িত, অহংসর্বস্ব হয় এবং সামাজিক নিয়মনীতি মান্য করে না। কিন্তু যাদের মধ্যে মনোবৈকল্যের মাত্রা কম তারা সমানুভূতিসম্পন্ন, বলিষ্ঠ মানসিকতার এবং সংযত রোমাঞ্চাভিলাষী প্রকৃতির হয়।

সুতরাং আইস্যান্‌ক্ এর ব্যক্তিত্বের তত্ত্বানুযায়ী ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে মাত্রাগত তারতম্য থাকতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব কিছু নির্দিষ্ট চারিত্রিক সংলক্ষণের সমষ্টি।

■ Freud's Psychoanalytic Theory [ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব]

Sigmund Freud (1856-1939) মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণকে জানার জন্য ও মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসার প্রয়োজনে মনোসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন। তাই ব্যক্তিত্ব বিষয়ক তাঁর তত্ত্বটি মনোসমীক্ষণতত্ত্ব নামে পরিচিত।

তিনি বলেছিলেন আমাদের মন ত্রিমাত্রিক বা ত্রিস্তরীয়। এই তিনটি স্তর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও গতিশীল। অর্থাৎ মনের কোন একটি স্তর পৃথকভাবে ও এককভাবে কাজ করে না। তিনটি স্তরই সর্বদা ক্রিয়াশীল। তবে এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরী হয় তার থেকেই নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ও ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হিসাবে সেগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। মনের এই তিনটি স্তর হল চেতন (Conscious), প্রাকচেতন (Preconscious) এবং অবচেতন (Unconscious)। এই তিনটি স্তরের অবস্থান বোঝাতে তিনি হিমশৈলের রূপককে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে হিমশৈলের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই সেইটাই আমাদের মনের চেতন স্তর। এই চেতনস্তর সমস্ত মনের মাত্র ১/১০ ভাগ স্থান নিয়ে থাকে। আমরা যে ঘটনা, অবস্থা, ভাবনা, ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকি সেইগুলিই কেবল মনের চেতন স্তরে থাকে। ঠিক এর নীচেই থাকে প্রাকচেতন। এই স্তরে সমস্ত রকম তথ্য, জ্ঞান যা আমরা

HMDACOR05T - TOPIC-3 - PERSONALITY

Q.(5) ব্যক্তিসত্তা বিষয়ক আইজেঙ্কের (Eysenck)-এর তত্ত্বটি লেখ।

→ ✱ + বই-এর অংশটি লেখার পর নীচের লেখাটা যোগ করবে। ✱

(1) বহির্মুখীতা – অন্তর্মুখীতা : বহির্মুখীতা ও অন্তর্মুখীতা দুটি বিপরীত সত্তা, অধ্যয়নে উভয়ে মিলে সহাবস্থান সহজে চোখে পড়ে না, একথা ঠিক যে অবস্থা পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে এই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী বহিঃপ্রকাশের মাঝে পার্থক্য দেখা যায়, তবে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাগুণ সাধারণত একইভাবে তার আচরণকে প্রভাবিত করে, Eysenck বলেছেন এই যে দুধরনের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ তার মূল কারণ হল শারীরবৃত্তীয়, মস্তিষ্কের কর্টিক্যাল উদ্দীপনার উপর বহির্মুখীতা ও অন্তর্মুখীতা নির্ভর করে, বহির্মুখীতা সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে যেমন সহজে মেলামেশা করার ইচ্ছা, উদ্যম সহযোগী ও উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব, আবার অন্তর্মুখীতার সঙ্গে কম কথা বলা, চুপচাপ থাকা ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত।

(2) স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততা : Eysenck-র মতে স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততা হল আবেগের ত্রুটি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা, হতাশাগ্রস্ততা, উদ্বেগজনিত সমস্যা, খিটখিটে ইত্যাদি স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততার সাথে সম্পর্কিত, তিনি বলেছেন স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের মানুষেরা সহজে স্বাভাবিক আবেগীয় নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে না, যাদের স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ ভালো তারা আবেগীয়ভাবে স্থিতিশীল থাকে ও শান্ত স্বভাবের হয়।

(3) মনোবৈকল্যগ্রস্ততা : মনোবৈকল্যগ্রস্ততা প্রসঙ্গে Eysenck বলেছেন, এক্ষেত্রে মনোবৈকল্যগ্রস্ত ব্যক্তির স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ কম হয়, এরা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও আক্রমণাত্মক স্বভাবের হয়, সাইকোসিস জাতীয় মানসিক অসুস্থতা ও রোগের কারণ মনোবৈকল্যগ্রস্ততা, মনোবৈকল্যগ্রস্ততা যে কোনো মানুষের মধ্যে তৈরি হতে পারে।

আইসেঙ্কের টাইপ ও ট্রেইট তত্ত্ব (Type cum Trait Approach)

Eysenck প্রথম ব্যক্তিগত বৈষম্য জিনগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, পারিবেশিক কারণগুলির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন; মানুষ বংশগতভাবে যা অর্জন করে তা পরিবেশের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ হয়, তাঁর এই তত্ত্বটি জৈব-শারীরবৃত্তীয়, তার সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিষয় সংযুক্ত হয়ে মানুষের আচরণ নির্ধারণমূলক এই তত্ত্বটি তৈরি হয়েছে,

Eysenck-এর তত্ত্বটিতে ব্যক্তিত্বকে টাইপ ও ট্রেইট উভয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রকৃত অর্থে টাইপ হলো ব্যক্তির বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাগুণ, আর ট্রেইট হলো সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংকলন, যেমন, শান্ত, চুপচাপ, সংযমী ইত্যাদি হল টাইপ, আর সেগুলির মিলিত ফলাফল হলো অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব, এটি হলো ট্রেইট, এভাবেই ব্যক্তিগত বৈষম্যকেও তিনি তাঁর তত্ত্বে আলোচনা করেছেন,

মূল্যায়ন: Hans Juergen Eysenck ব্যক্তিত্ব বিষয়ে যে কাজ করে গেছেন তা মানুষের চারিত্রিক গুণাগুণ বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়োগ করা হয়, তিনি বলেছেন, "The notion of Personality is intimately related to notion of stability, consistency and repeated occurrence of actions. It refers to the covariance of a number of behavioural acts."

মনোবিদ আইসেঙ্ক মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসায় সাইকোথেরাপির থেকেও আচরণমূলক বা বিহেভিয়োরাল (Behavioural) থেরাপির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন,

HMDACOROST- TOPIC - 3 - PERSONALITY

Q.6 ব্যক্তিত্বের ফাইভ-ফ্যাক্টর (পঞ্চ সর্ত) থিওরি আলোচনা কর।

→ ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে কেন্দ্র করে অনেক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। 1936 সালে মনোবিজ্ঞানী গর্ডন অলপোর্ট এবং হেনরি অডবার্ট দেখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের প্রায় 4,500 টি ব্যাখ্যা রয়েছে, তবে সেগুলির বেশিরভাগই ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক আচরণমূলক ব্যাখ্যা দেয়, ব্যক্তিত্বের ধরন অনুযায়ী যথাযথ ব্যাখ্যা খুব কম সংখ্যাই দেয়। 1940 সালে রেমন্ড ক্যাটেল 16 টি ব্যক্তিত্বের গুণমূলক একটি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের আরও সংকলনভিত্তিক বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য অনেক তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছে। 1980 সালের পর আরও তত্ত্ব এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এই সময়েই ব্যক্তিত্বের বিখ্যাত তত্ত্ব Five factor Theory প্রচলিত হয়, এটিকে Big five Personality Traits বা five factor Model (FFM) বলে, ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী OCEAN Model বলেও এই তত্ত্বকে উল্লেখ করা হয়। মানুষের আচরণের সংকলন হিসাবে যে যে লক্ষণগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলিকে ফ্যাক্টর বা সর্ত হিসাবে এই তত্ত্বে উল্লেখ করা হয়। 1961 সালে আর্নেস্ট টিউপেস (Ernest Tupest) এবং রেমন্ড ক্রিস্টাল (Raymond Chaistal) প্রথম এই তত্ত্বটির ধারণা তৈরি করেন। কিন্তু 1980 সাল পর্যন্ত এটির কোনো গুরুত্ব তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, 1990 সালে জে.এম. ডিগম্যান (J.M. Digman) এটিকে এগিয়ে নিয়ে যান যা পরে লিউইস গোল্ডবার্গ (Lewis Goldberg) আরও উন্নতভাবে প্রবর্তিত করেন, এই তত্ত্বটি আমাদের ব্যক্তিত্বের গভীরতম সংজ্ঞাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আরও পরে কোস্টা (Costa) এবং McCrae (ম্যাক ক্রে) আরও ভালোভাবে তত্ত্বটি তাঁদের গবেষণায় প্রয়োগ করেছেন।

এই গবেষণাগুলি থেকে পাঁচটি সর্তের বা বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারা যায় যা ব্যক্তিত্বকে শ্রেষ্ঠভাবে জানতে সাহায্য করে। এই পাঁচটি সর্ত হল নিম্নরূপ →

O • Openness to Experience [অভিজ্ঞতার প্রতি মুক্তভাব বা অকপটতা]
⇒ Inventive / Curious Vs. Consistent / Cautious [উদ্ভাবনী / উৎসুক বনাম অবিচলিত / সতর্ক]

C • Conscientiousness [আত্মসচেতনতা]
⇒ Efficient / Organized Vs. Extravagant / Careless [দক্ষ / সংগঠিত বনাম অসংযত / উদাসীন]

E • Extraversion [প্রত্যর্পন বা বহির্মুখীতা]
⇒ Outgoing / Energetic Vs. Solitary / Reserved [বহির্গামী / কর্মঠ বনাম একাকী / চাপা স্বভাব]

A • Agreeableness [সম্মতি]
⇒ Friendly / Compassionate Vs. Challenging / Callous [বন্ধুত্বপূর্ণ / দয়াময় বনাম দুর্বার / নির্বোধ]

N • Neuroticism [স্নায়ুবিকার]
⇒ Sensitive / Nervous Vs. Resilient / Confident [সংবেদনশীল / বিচলিত বনাম প্রাণবন্ত / আত্মবিশ্বাসী]

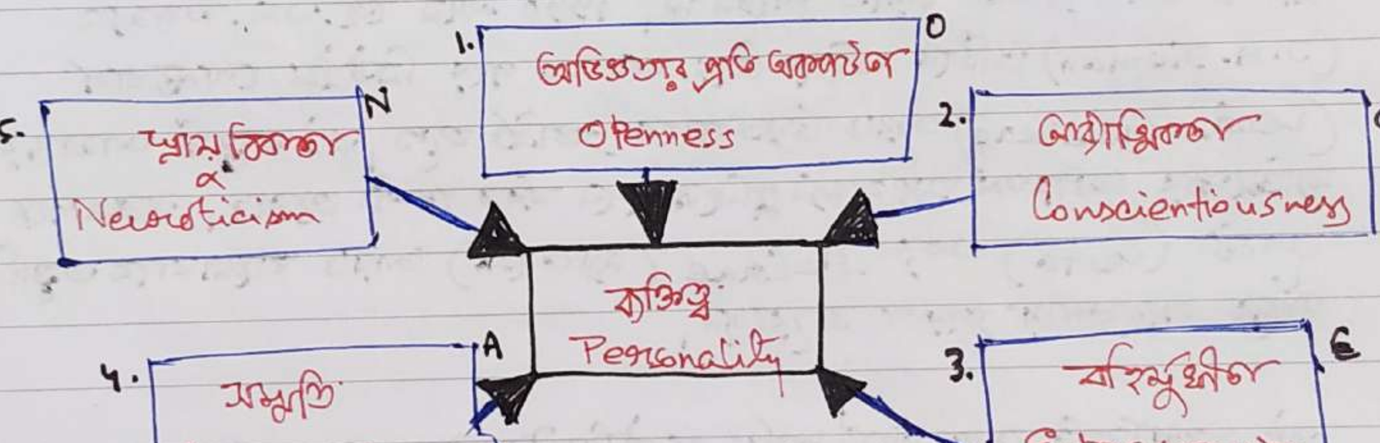

1. Openness To Experience : অভিজ্ঞতার প্রতি মুক্ত চিন্তা বা ওপেননেস ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত, সাধারণত: শিল্প, আবেগ, কল্পনাপ্রবণতা, উৎসাহ, আগ্রহ, নতুন নতুন কোনো কিছু আবিষ্কারের ইচ্ছা, দুঃসাহসী কাজ ইত্যাদি এই শর্তের অন্তর্গত, যেসব মানুষের এই গুণটি থাকে তারা বৌদ্ধিক দিক থেকে আগ্রহী, আবেগ প্রবণ, সংবেদনশীল, সৌন্দর্যবোধে আগ্রহী বা দক্ষ, সৃজনশীল, শিল্পবোধযুক্ত হন, তবে এই সব জিনিস যদি বেশি পরিমাণে ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহলে সে বিপজ্জনক আচরণ বা কাজ প্রবণ বা মাদকাসক্ত হতে পারে, আবার যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির প্রভাব কম তারা শান্ত, বিচক্ষণ, স্থির, সংযমী, সতর্ক, সাবধানী মানসিকতার হয়, তারা বিপজ্জনক যে কোনো কাজকে এড়িয়ে চলতে পারে, তবে এই সকল বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতির সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে,

2. Conscientiousness : আত্মনিয়ন্ত্রণ হল ব্যক্তির নিজেকে আত্ম-নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্যপরায়ণ দেখানোর প্রবণতা, ব্যক্তি কিভাবে তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার ওপর এই বৈশিষ্ট্যটির বহিঃপ্রকাশ সম্ভব, অতিরিক্ত পরিমাণ আত্মনিয়ন্ত্রণ জেদী ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে পারে, আবার একেবারেই কম পরিমাণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অস্থির ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে পারে, পরিকল্পিত সুসংগঠিত কাজ করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি উচ্চমাত্রায় থাকতে হবে, তা না হলে আকস্মিক স্বতঃস্ফূর্ত কাজ করার প্রবণতা দেখা যাবে,

3. Extraversion : বহির্মুখীতার বৈশিষ্ট্যই হল উচ্ছ্বাস, কর্মশক্তি ও মুক্ত স্বভাব, বেশি কথা বলা, মিশুকে স্বভাব, সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা, বাইরের জগতের সব কিছুর প্রতি আগ্রহ এবং কর্মঠ প্রকৃতির মানুষদের বহির্মুখী বলা হয়, অপর পক্ষে অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা ঠিক এর বিপরীত আচরণ প্রদর্শন করে, তারা লাজুক, চিন্তাশীল, শান্ত, সামাজিক মেলামেশা বিমুখ ব্যক্তিত্বের হয়, তবে তারা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সামাজিকও হয়, কিন্তু নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা বহির্মুখীদের মধ্যেই দেখা যায়, আসলে সব মানুষই সময় হিসাবে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রদর্শন করে, তাদের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়ই বলা যায়,

4. Agreeableness : সম্মতি প্রদান করার দক্ষতা সবার মধ্যে সমানভাবে থাকে না, কিন্তু এই দক্ষতা বা বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণ,

বিশ্বাসযোগ্যতা, দয়ালু, সহানুভূতিশীল, উদার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং আরো বেশি দেখা যায় যারা সম্মতি প্রদান করার দক্ষতা রাখেন, অর্থাৎ সম্মতি তিনি প্রদান করতে পারেন যাঁর উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে, অপরপক্ষে এর বিপরীত স্বভাবের মানুষেরা স্বার্থচিন্তা করেন বেশি, তাঁরা কোনো বিষয়ে সম্মতি দেওয়ার আগে নিজের লাভ লোকসান চিন্তা করেন, এরা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, অসহযোগী এবং নির্বোধ প্রকৃতির হয়, অকারণে তর্ক করা বা অন্যভাবে নিজের সুবিধা করার জন্য চেষ্টা করে, এই বৈশিষ্ট্যটির উপর একজন ব্যক্তির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বোঝা যায়।

5. NEUROTICISM : স্নায়ুবিকারের সাথে নেতিবাচক আবেগ সম্পর্কযুক্ত, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, হতাশা ইত্যাদি আবেগীয় সংঘাত অবস্থার অনুভব হয়, মনোবিদ আইসেঙ্ক তাঁর ব্যক্তিত্বের তত্ত্বে স্পষ্টভাবেই স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততাকে ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, প্রকৃতঅর্থে আবেগীয় অস্থিরতা বা অসংগত অবস্থার কারণে ব্যক্তির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন সম্ভব হয়।

মূল্যায়ন : ব্যক্তিত্বের ফাইভ-ফ্যাক্টর থিয়োরি বা পঞ্চ শক্তির তত্ত্ব ব্যক্তির আচরণমূলক বহিঃপ্রকাশকে পাঁচটি মূল কাঠামোতে বিন্যাস করার চেষ্টা করেছে, এটি একথা বলে না যে, কোনো একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিলে অপরটি দেখা দেবে না বা একটি মানুষ সারাজীবন একই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সকল গুণগুলি পাঁচটি মূল কাঠামো বা শক্তির ভিত্তিতে পরিবর্তিত ও সংগঠিত উভয়ই হতে পারে।